সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

পুকুরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে খাবার দেওয়া হয় সেগুলোই সম্পূরক খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করলে বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়, মাছের অপুষ্টি দূর হয় এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়।

সম্পূরক খাদ্যের ধরন

খাদ্যের ধরন	খাদ্যের উপাদান
উদ্ভিদজাত	ভুট্টা, সয়াবিন খৈল, চাউলের কুড়া, চাউলের ক্ষুদ, গমের ভুষি, সরিষার খৈল, তিল বা নারিকেলের খৈল, কচি ঘাস, কলাপাতা, ক্ষুদিপানা, মিষ্টি কুমড়া, বাঁধাকপির পাতা, মিষ্টি আলু, আলু ইত্যাদি।
প্রাণীজ	ছোট মাছ, রেশম পোকা, শুটকি মাছ, ছোট চিংড়ি, কেঁচো, গবাদি পশুর রক্ত, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর নাড়ি-ভুঁড়ি, মিট এন্ড বোন মিল, শামুক, ঝিনুকের মাংস ইত্যাদি।

খাদ্য তৈরির উপাদানের ব্যবহার মাত্রা

বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মাত্রার উপর ভিত্তি করে তেলাপিয়া মাছের খাদ্য তৈরির তিনটি নমুনা দেওয়া হল। মাছ চাষ পদ্ধতি ও মাছ চাষির সামর্থ অনুযায়ী যে কোনো একটি নমুনা অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপাদানের নাম	প্রতি কেজি খাদ্য তৈরি করতে		
	নমুনা ১	নমুনা ২	নমুনা ৩
গমের ভুষি	২০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
চালের কুড়া	৫০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
সরিষার খৈল	২০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
ফিশমিল	-	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
আটা বা চিটাগুড়	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
মোট	১,০০০ গ্রাম	১,০০০ গ্রাম	১,০০০ গ্রাম